প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আইন, ২০১১ (খসড়া)

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কল্যাণ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন রহিতপূর্বক সংশোধনসহ উহা পুনঃপ্রণয়ন ও সংহত করিবার নিমিত্ত আনীত বিল

যেহেতু মহান স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে জনগণের সমতা, মানব মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করিবার অঙ্গীকার করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ সনদ (ইউএনসিআরপিডি) ও উহার ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধি বিধান এর প্রতি অনুসমর্থন করিয়াছে; এবং

যেহেতু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষা এবং রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাঁহার সমান ও অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ এবং সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে বিধি বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।-(১) এই আইন '**প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আইন, ২০১১**' নামে অভিহিত হইবে।
(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।-বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) '**উপজেলা কমিটি**' অর্থ ধারা ১২ এর অধীন গঠিত '**প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি**'।

(২) '**একীভূত শিক্ষা**' অর্থ সাধারণ বিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ও অপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর একইসাথে অধ্যয়ন।

(৩) '**কমিশন**' অর্থ ধারা ২১ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত '**প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার কমিশন**'।

(৪) '**জেলা কমিটি**' অর্থ ধারা ১০ এর অধীন গঠিত '**প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত জেলা কমিটি**'।

(৫) '**তফসিল**' অর্থ এই আইনের তফসিল।

(৬) '**নির্ধারিত**' অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত।

(৭) '**নির্বাহী কমিটি**' অর্থ ধারা ৮ এর অধীন গঠিত '**প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি**'।

(৮) '**প্রতিবন্ধিতা**' অর্থ যেকোনো কারণে ঘটিত দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ীভাবে কোনো ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক বা বুদ্ধিগত বা বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা বা প্রতিকূলতা এবং উক্ত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বাধার পারস্পরিক প্রভাবকে বুঝাইবে, যাহার কারণে উক্ত ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হন।

(৯) '**প্রতিবন্ধী ব্যক্তি**' অর্থ এই ধারার উপধারা (৮) এ বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী ধারা ৪ এর অধীন তফসিল 'অ' এ বর্ণিত কোনো ব্যক্তি।

(১০) '**প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন**' অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বার্থ সুরক্ষায় কর্মরত সংগঠন;

(১১) '**প্রবেশগম্যতা**' অর্থ ভৌত পরিবেশ, যানবাহন, যোগাযোগ, তথ্য এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ জনসাধারণের জন্য লভ্য সব সুবিধা ও সেবাসমূহে অন্যান্যদের মত সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমসুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের অধিকারকে বুঝাইবে।

(১২) '**প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধা**' **(Reasonable Accommodation)** অর্থ প্রয়োজনীয় এবং যথার্থ পরিমার্জন ও সমন্বয়, যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা মাত্রাতিরিক্ত বোঝা আরোপ না করিয়া প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যদের সহিত সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের উপভোগ ও অনুশীলন নিশ্চিত করে;

(১৩) '**বাংলা ইশারা ভাষা**' অর্থ শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বাক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রণীত ইশারা ভাষা, যেই ভাষা তাঁহার নিজস্ব সংস্কৃতি হইতে উৎসারিত এবং অন্যান্য ভাষার মতই গতিশীল ও পরিবর্তনশীল।

(১৪) '**বিধি**' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি।

(১৫) **'বিশেষ শিক্ষা'** অর্থ প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত আবাসিক বা অনাবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রম, যাহা মূলধারার শিক্ষার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং যেখানে বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যার পাশাপাশি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা বিদ্যমান;

(১৬) **'ব্রেইল' (Braille)** অর্থ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য উঁচু-উঁচু করিয়া গঠিত বর্ণমালাবিশেষ।

(১৭) **'শহর কমিটি'** অর্থ ধারা ১৩ এর অধীন গঠিত **'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত শহর কমিটি'**।

(১৮) **'সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন'** অর্থ সমাজের সর্বক্ষেত্রে একীকরণ এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কোনো বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠানে না রাখিয়া সমাজের মধ্যেই তাঁহাকে ঘিরিয়া উন্নয়ন প্রয়াস।

(১৯) **'সমন্বয় কমিটি'** অর্থ ধারা ৬ এর অধীন গঠিত **'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটি'**।

(২০) **'সমন্বিত শিক্ষা'** অর্থ মূল ধারার বিদ্যালয়ে বিশেষ ব্যবস্থাধীন প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর শিক্ষা ব্যবস্থা।

(২১) **'স্বসহায়ক সংগঠন'** অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিবারের সদস্য বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য কর্মরত পেশাজীবি কর্তৃক গঠিত ও পরিচালিত এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বার্থ সুরক্ষায় নিয়োজিত সংগঠন।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।–(১) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সর্বোত্তম স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলী দ্বারা ক্ষুণ্ন হইবে না।

(২) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইনের বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

৪। **প্রতিবন্ধিতার ধরন**।– ধারা ২ এর উপধারা (৮) এ বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী নিচে বর্ণিত প্রতিবন্ধিতার ধরনসমূহ বিবেচিত হইবে, নিম্নোদ্ধৃত ধরনসমূহের অধীন প্রতিবন্ধিতাসমূহ তফসিল 'অ' এ সন্নিবিষ্ট:-

(১) অটিজম (Autism);

(২) চলন প্রতিবন্ধিতা (Locomotor Disability);

(৩) দীর্ঘস্থায়ী মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা (Mental illness leading to Disability);

(৪) দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা (Visual Disability);

(৫) বাক প্রতিবন্ধিতা (Speech Disability);

(৬) বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা (Intellectual Disability);

(৭) শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা (Hearing Disability) ;

(৮) শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা (Deaf blindness);

(৯) সেরিব্রাল পালসি (Cerebral Palsy);

(১০) বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা (Multiple Disability);

(১১) অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা (Other Disability)।

৫। **প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার**।–প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কোনো প্রকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বৈষম্য ব্যতিরেকে সর্বজনীন মানবাধিকারসহ নিম্নোদ্ধৃত অধিকারসমূহের অধিকারী হইবেন:-

(১) জন্মলাভ ও পূর্ণমাত্রায় বেঁচে থাকা;

(২) সর্বক্ষেত্রে সমান আইনী স্বীকৃতি ও কর্তৃত্ব;

(৩) উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তির অংশীদারিত্ব;

(৪) স্বাধীন অভিব্যক্তি ও মত প্রকাশ এবং প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী ব্যবহার উপযোগী তথ্য প্রাপ্তি;

(৫) স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া নিজ পছন্দের ভিত্তিতে মাতাপিতা, অভিভাবক, সন্তান বা পরিবারের সাথে সমাজে বসবাস,

বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিবার গঠন;

(৬) ভৌত অবকাঠামো, যানবাহন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে প্রবেশগম্যতা;

(৭) স্বাধীনভাবে জীবনযাপন এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ণ ও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ;

(৮) প্রাকপ্রাথমিক হইতে শুরু করিয়া উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত মূলধারার শিক্ষার সকল স্তরে অধ্যয়ন;

(৯) সমাজে অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে কর্মে নিযুক্ত হওয়া, সমসুযোগ ও সমান কাজের জন্য সমান বেতন, ভাতা, পদোন্নতি, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নিপীড়ন হইতে সুরক্ষা এবং অবসরকালীন সুবিধা প্রাপ্তি;

(১০) কর্মজীবনে প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তি কর্মে নিয়োজিত থাকিবার, অন্যথায়, যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি;

(১১) সর্বাধিক অর্জনযোগ্য মানের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি;

(১২) শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রসহ প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে 'প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধা' (Reasonable Accommodation) প্রাপ্তি;

(১৩) সর্বাধিক মাত্রায় আত্মনির্ভরশীলতা, শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও কারিগরি সক্ষমতা অর্জন করিয়া সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হইবার লক্ষ্যে সহায়ক সেবা ও পুনর্বাসন সুবিধা প্রাপ্তি;

(১৪) দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা পূরণ করিতে মাতাপিতা বা পরিবারের ওপর নির্ভরশীল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি উক্তরূপ মাতাপিতা বা পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বা তাঁহার আবাসন ও ভরণ-পোষণের যথাযথ সংস্থান না হইলে, তাঁহার জন্য যথাসম্ভব নিরাপদ আবাসন ও পুনর্বাসন;

(১৫) স্কুলভিত্তিক নিয়মিত কর্মকাণ্ডসহ সৃজনশীল, শিল্পীসুলভ ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্ভাবনা, শারীরিক, আবেগীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ নিশ্চিতকল্পে প্রতিবন্ধিতার ধরন উপযোগী দেশজ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বিনোদন, পর্যটন, অবকাশ ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ;

(১৬) শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বাক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী বাংলা ইশারা ভাষাকে প্রথম ভাষা হিসেবে গ্রহণ;

(১৭) ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা;

(১৮) সংঘবদ্ধ হওয়া এবং স্বসহায়ক সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা; এবং

(১৯) কার্যকর ও পরিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক ও জনজীবনে অংশগ্রহণ, ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, ভোট প্রদান এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ ।

৬। জাতীয় সমন্বয় কমিটি ।–এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিচে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে **'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটি'** নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

ক) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;
(খ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব;
(গ) অর্থ বিভাগের সচিব;
(ঘ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব;
(ঙ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব;
(চ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব;
(ছ) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব;
(জ) স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব;
(ঝ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব;
(ঞ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব;
(ট) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব;
(ঠ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব;
(ড) তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব;
(ঢ) সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(ণ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্বসহায়ক সংগঠন হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন মহিলাসহ অনধিক ৫ (পাঁচ) জন প্রতিনিধি, ;

(ত) জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা সরকার কর্তৃক মনোনীত, যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নহেন এমন একজন কর্মকর্তা, যিনি উক্ত কমিটির সদস্য সচিবও হইবেন ।

৭। জাতীয় সমন্বয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।–(১) জাতীয় সমন্বয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে যোগ্যতা অনুসারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং তাঁহার অধিকার, মর্যাদা ও কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে বিদ্যমান আইন, নীতি, পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও প্রকল্প পর্যালোচনা এবং বিরাজমান বাস্তবতার নিরিখে, ক্ষেত্রমত, উহা সংশোধন বা নূতন করে প্রণয়ন বা গ্রহণে সরকারকে সুপারিশ করা এবং বেসরকারি সংস্থা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন ও স্বসহায়ক সংগঠনকে উৎসাহ প্রদান;

(খ) এই আইন ও অন্যান্য প্রযোজ্য আইনের আলোকে, ক্ষেত্রমত, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় গঠিত বিভিন্ন কমিটিসহ সকল সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন ও স্বসহায়ক সংগঠন এর কার্যাবলীর সমন্বয়, পর্যালোচনা ও এতদ্‌বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান;

(গ) আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদির সহিত জাতীয় নীতি ও প্রযোজ্য বিধি বিধানের সঙ্গতি সাধন করা এবং উহাদের বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে পরামর্শ দান; এবং

(ঘ) এই আইনের বিধানাবলী পালনের জন্য আনুষঙ্গিক সকল ব্যবস্থা গ্রহণ ।

(২) উপধারা (১) এর সামগ্রিকতার আওতায় তফসিল 'আ' এ উল্লিখিত কার্যক্রম সমন্বয় কমিটির কার্যপরিধির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে, এবং উহা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উক্ত কমিটি যেকোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা অন্যকোনো সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্বসহায়ক সংগঠনকে, ক্ষেত্রমত, অনুরোধ বা নির্দেশনা বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে ।

৮। নির্বাহী কমিটি।–এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিচে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে **'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি'** নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব, যিনি উক্ত কমিটির সভাপতিও হইবেন;

(খ) সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(গ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঘ) স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(চ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ছ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(জ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঝ) তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঞ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ট) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঠ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্বসহায়ক সংগঠন হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন মহিলাসহ অনধিক ৩ (তিন) জন প্রতিনিধি;

(ড) সমন্বয় কমিটির সদস্য সচিব, যিনি পদাধিকারবলে নির্বাহী কমিটির সদস্য সচিবও হইবেন ।

৯। নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।– নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক জাতীয় নীতি এবং এই আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়ন তথা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনসহ সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক সমন্বয় কমিটির অনুমোদনক্রমে উহা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ;

(খ) সমন্বয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ;

(গ) জেলা কমিটির কার্যাবলী পরিবীক্ষণ, তদারকি ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান;

(ঘ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষার নিমিত্ত গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সমন্বয় কমিটির নিকট বৎসরে অন্ততঃ একটি প্রতিবেদন প্রেরণ; এবং

(ঙ) এই আইনের বিধানাবলী পালনের জন্য আনুষঙ্গিক সকল ব্যবস্থা গ্রহণ ।

১০। জেলা কমিটি।–এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিচে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে প্রতিটি জেলায় **'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত জেলা কমিটি'** নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথা: সংশ্লিষ্ট জেলার-

(ক) জেলা প্রশাসক, যিনি উক্ত কমিটির সভাপতিও হইবেন;
(খ) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার;
(গ) সিভিল সার্জন;
(ঘ) জেলা শিক্ষা অফিসার;
(ঙ) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;
(চ) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ;
(ছ) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর;
(জ) জেলা তথ্য অফিসার;
(ঝ) প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
(ঞ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্বসহায়ক সংগঠন হইতে জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন মহিলাসহ অনধিক ২ (দুই) জন প্রতিনিধি;
(ট) উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, যিনি উক্ত কমিটির সদস্য সচিবও হইবেন।

১১। জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।– জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :-

(ক) সরকার বা সমন্বয় কমিটি বা নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত, নির্দেশনা, সমন্বয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প বা কর্মসূচি জেলা পর্যায়ে বাস্তবায়ন;
(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষার নিমিত্ত গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে নির্বাহী কমিটির নিকট বৎসরে অন্ততঃ একটি প্রতিবেদন প্রেরণ;
(গ) উপজেলা বা শহর কমিটির কার্যাবলী পরিবীক্ষণ, তদারকি ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান; এবং
(ঘ) এই আইনের বিধানাবলী পালনের জন্য আনুষঙ্গিক সকল ব্যবস্থা গ্রহণ।

১২। উপজেলা কমিটি।–এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিচে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে প্রতিটি উপজেলায় **'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি'** নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথা: সংশ্লিষ্ট উপজেলার-

(ক) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, যিনি উক্ত কমিটির সভাপতিও হইবেন;

(খ) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(গ) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা;

(ঘ) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপজেলা প্রকৌশলী;

(ঙ) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;

(চ) উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা;

(ছ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্বসহায়ক সংগঠন হইতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন মহিলাসহ অনধিক ২ (দুই) জন প্রতিনিধি;

(জ) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, যিনি উক্ত কমিটির সদস্য সচিবও হইবেন।

১৩। শহর কমিটি।–এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিচে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে প্রতিটি শহর বা পৌর এলাকায় **'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত শহর কমিটি'** নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথা: সংশ্লিষ্ট শহর বা পৌর এলাকার-

(ক) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা/নির্বাহী কর্মকর্তা (ক্ষেত্রমত), যিনি উক্ত কমিটির সভাপতিও হইবেন;

(খ) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ক্ষেত্রমত, সকল);

(গ) সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক/পৌরসভা কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার (ক্ষেত্রমত);

(ঘ) থানা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ক্ষেত্রমত, সকল);

(ঙ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্বসহায়ক সংগঠন হইতে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা/নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন মহিলাসহ অনধিক ২ (দুই) জন প্রতিনিধি;

(চ) শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা, যিনি উক্ত কমিটির সদস্য সচিবও হইবেন।

ব্যাখ্যা:- এই ধারায়-

(ক) **'সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়'** বলিতে সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিদ্যমান শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) কার্যালয়, সিটি কর্পোরেশন এর যেই অঞ্চলে অবস্থিত, সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক কার্যালয়কে বুঝাইবে।

(খ) **'আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা'** বলিতে সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিদ্যমান শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) কার্যালয়, সিটি কর্পোরেশন এলাকার যেই অঞ্চলে অবস্থিত, সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাকে বুঝাইবে।

(গ) **'শহর বা পৌর এলাকা'** বলিতে সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিদ্যমান শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) কার্যালয় এর একটি ইউনিটের আওতাধীন এলাকাকে বুঝাইবে।

(ঘ) **'নির্বাহী কর্মকর্তা'** বলিতে, ক্ষেত্রমত, সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিদ্যমান শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) কার্যালয়, যেই পৌরসভায় অবস্থিত, সেই পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তাকে বুঝাইবে।

১৪। **উপজেলা বা শহর কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।**–উপজেলা বা শহর কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :-

(ক) ক্ষেত্রমত, সমন্বয় কমিটি, নির্বাহী কমিটি এবং জেলা কমিটির সিদ্ধান্ত, নির্দেশনা, নির্দেশ, বা সরকার বা সমন্বয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প বা কর্মসূচি উপজেলা বা শহর বা পৌর এলাকায় বাস্তবায়ন;

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় গৃহীত ও সম্পাদিত কার্যক্রম সম্পর্কে জেলা কমিটির নিকট বৎসরে অন্ততঃ একটি প্রতিবেদন প্রেরণ;

(গ) উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দেখাশুনা করিতে অসমর্থ হইলে তাহার সম্পত্তির সুরক্ষাকল্পে সংশ্লিষ্ট 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত উপজেলা বা শহর কমিটি' কর্তৃক যথাযথ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট তাঁহার অভিভাবকত্ব প্রদান:

তবে শর্ত থাকে যে, অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত উপজেলা বা শহর কমিটি'কে নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর উক্ত সম্পত্তি সুরক্ষার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে।

(ঘ) উপজেলার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন ও পরিচয় পত্র প্রদান ;

(ঙ) এই আইনের বিধানাবলী পালনের জন্য আনুষঙ্গিক সকল ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৫। **সদস্যপদের অযোগ্যতা, পদত্যাগ ইত্যাদি।**–(১) ধারা ৬ এর দফা (ণ), ধারা ৮ এর দফা (ঠ), ধারা ১০ এর দফা (ঞ), ধারা ১২ এর দফা (ছ) এবং ধারা ১৩ এর দফা (ঙ) এর অধীন মনোনীত কোনো ব্যক্তি সদস্য হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন বা উহা পরিত্যাগ করেন বা হারান; বা

(খ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত হন; বা

(গ) আপাততঃ বলবৎ কোনো আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং তাঁহার দেউলিয়াত্বের অবসান না হয়; বা

(ঘ) নৈতিক স্খলনজনিত কোনো ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকেন; বা

(ঙ) এই আইন বা বিধির অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন।

(২) ধারা ৬ এর দফা (ণ), ধারা ৮ এর দফা (ঠ), ধারা ১০ এর দফা (ঞ), ধারা ১২ এর দফা (ছ) এবং ধারা ১৩ এর দফা (ঙ) এর অধীন মনোনীত যেকোনো সদস্যের মনোয়ন বাতিলক্রমে, ক্ষেত্রমত, সরকার বা জেলা প্রশাসক বা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা বা নির্বাহী কর্মকর্তা তাঁহার সদস্যপদের অবসান ঘটাইতে পারিবেন।

(৩) যেকোনো সদস্য সভাপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে তাঁহার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৪) সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের অধীন কমিটির সদস্য সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

১৬। **কমিটিসমূহের সভা।**–(১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, এই আইনে বর্ণিত কমিটিসমূহ উহাদের সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) প্রতি বৎসর সমন্বয় কমিটির অন্যূন একটি সভা, নির্বাহী কমিটির অন্যূন দুইটি সভা, জেলা কমিটির অন্যূন তিনটি সভা, এবং উপজেলা বা শহর কমিটির অন্যূন চারটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) কমিটিসমূহের সভা উহাদের সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি সংশ্লিষ্ট কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভাপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোনো সদস্য বা এইরূপ কোনো নির্দেশ না থাকিলে সভায় উপস্থিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত অন্যকোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) সংশ্লিষ্ট কমিটির সভায় কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৬) কমিটির সভায় সাধারণভাবে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে, তবে কোনো বিষয়ে দ্বিমত দেখা দিলে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। এইরূপ ভোট গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটে সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৭) সংশ্লিষ্ট কমিটি উহার সভার কোনো আলোচ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে কোনো বিশেষজ্ঞ বা ওয়াকেবহাল কোনো ব্যক্তিকে মতামত বা বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে, তবে উক্ত আমন্ত্রিত ব্যক্তির কোনো ভোটাধিকার থাকিবে না।

(৮) শুধু কোনো সদস্যপদে শূন্যতা বা সংশ্লিষ্ট কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে উহার কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো আদালতে বা অন্যকোনো কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১৭। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান।–(১) নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপজেলা বা শহর কমিটি যেকোনো সরকারি হাসপাতালের রেজিস্টার্ড ডাক্তারের প্রত্যয়পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা শহর এলাকায় বসবাসরত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত একটি নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ করিবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীন কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিবন্ধিত হইলে উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে উপজেলা বা শহর কমিটির সদস্য সচিবের স্বাক্ষরে নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি পরিচয়পত্র প্রদান করিতে হইবে।

১৮। উপকমিটি।–সমন্বয় কমিটি, নির্বাহী কমিটি, জেলা কমিটি, উপজেলা বা শহর কমিটি উহার কাজে সহায়তার জন্য প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক সদস্য মনোনয়ন এবং অন্যকোনো ব্যক্তি সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপকমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ উপকমিটির সদস্য সংখ্যা, উহার দায়িত্ব এবং কার্যধারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৯। সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।–সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত, নির্দেশনা এবং উক্ত কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প বা কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে সহায়তা করা সংশ্লিষ্ট সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হইবে।

২০। ক্ষমতার্পণ।–সমন্বয় কমিটি, নির্বাহী কমিটি, জেলা কমিটি, উপজেলা বা শহর কমিটির কার্যাবলী দক্ষতার সহিত সম্পাদনের জন্য, ক্ষেত্রমত, উক্ত কমিটিসমূহ, যেইরূপ শর্তাদি আরোপ করা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে, সেইরূপ শর্তাধীন উহার ক্ষমতা (এই ধারা ব্যতীত) বা দায়িত্ব উহার কোনো সদস্যকে বা অন্যকোনো ব্যক্তিকে অর্পণ করিতে পারিবে।

২১। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার কমিশন।–(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রধান কমিশনার এবং অন্য ৪ (চার) জন কমিশনার সমন্বয়ে **'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার কমিশন'** নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) উহা একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন স্থায়ী সংস্থা হইবে এবং উহার একটি নির্ধারিত সীলমোহর থাকিবে।

(৩) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা নির্ধারিত হইবে এবং উহার নামে উহা মামলা দায়ের করিতে পরিবে বা উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৪) কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং প্রয়োজনে, বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

(৫) কমিশনের কোনো পদে শূন্যতা বা উহা গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে উহার কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না।

(৬) রাষ্ট্রপতি, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রধান কমিশনার এবং অন্যান্য কমিশনারগণকে নিয়োগ দান করিবেন।

(৭) সমাজকর্ম, মানবাধিকার, আইন, বিচার, শিক্ষা, জনপ্রশাসন, বা সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে প্রধান কমিশনার এবং কমিশনারগণ, এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, নিযুক্ত হইবেন।

(৮) প্রধান কমিশনার বা কমিশনারগণ রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যেকোনো সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৯) প্রধান কমিশনার ও কমিশনারগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক, ভাতা, ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্ধারিত হইবে।

(১০) উহার ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলী, সভা, আর্থিক বিষয়াদি এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ পদ্ধতি নির্ধারিত হইবে।

২২। বিবেচিত বৈষম্য ও অপরাধ।–নিম্নোদ্ধৃত বাধা, বৈষম্য বা নেতিবাচক প্রভাব এই আইনের অধীন বৈষম্য ও অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হইবে, যথা:-

(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার কারণে অযোগ্য বিবেচনা করা হইলে; বা

(খ) পারিবারিক পর্যায়ে কোনো ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধিতার কারণে অবহেলা করিলে কিংবা অবহেলার কারণে কোনো ব্যক্তি প্রতিবন্ধিতার শিকার হইলে; বা

(গ) অত্যাচার বা নির্যাতনের শিকার কোনো ব্যক্তি আইনের আশ্রয় নিতে চাইলে প্রতিবন্ধিতার কারণে উহা অগ্রাহ্য হিসাবে বিবেচনা করা হইলে; বা

(ঘ) রাষ্ট্রীয়, স্বায়ত্তশাসিত বা বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক সেবা ও সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো ব্যক্তিকে প্রযোজ্য সেবা ও সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইলে; বা

(ঙ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বার্থের পরিপন্থী যেকোনো সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম, পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইলে; বা

(চ) প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো অভিভাবক তাঁহার পোষ্য শিশু বা ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিলে বা করিবার চেষ্টা করা হইলে; বা

(ছ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি সংঘটিত মীমাংসার অযোগ্য কোনো আমলযোগ্য অপরাধ মীমাংসা করা হইলে, কিংবা আইনের আশ্রয় লাভের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা হইলে, চেষ্টা করিলে বা প্রভাব বিস্তার করা হইলে; বা

(জ) কোনো সাধারণ যানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আরোহনের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা হইলে; বা

(ঝ) প্রতিবন্ধী শিশুর সুস্থ শারীরিক, আবেগীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের ক্ষেত্রে যেকোনো ধরনের নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করা হইলে; বা

(ঞ) উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার কারণে কাউকে প্রাপ্য হিস্যা হইতে বঞ্চিত করা হইলে; বা

(ট) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কোনো সম্পদ আত্মসাৎ করা হইলে; বা

(ঠ) কোনো সরকারি এবং সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত বেসরকারি স্থাপনা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আরোহনের উপযোগী করিয়া তৈরী করা না হইলে; এক্ষেত্রে নকশা প্রণয়নকারী এবং অনুমোদনকারী ব্যক্তি দায়ী হইবেন; বা

(ড) প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিকে ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়াসহ কোনো মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইলে; বা

(ঢ) পাঠ্য পুস্তকসহ যেকোনো প্রকাশনা এবং গণমাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে নেতিবাচক, ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর ধারণা প্রদান করা হইলে বা নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার করা হইলে; বা

(ণ) প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো ব্যক্তির স্বাধীন অভিব্যক্তি ও মত প্রকাশ এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার খর্ব করা হইলে; বা

(ত) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার বা সমন্বয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত কোনো নির্দেশনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা না হইলে; বা

(থ) সামর্থ থাকা সত্ত্বেও এই আইনে বর্ণিত কোনো অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইলে।

২৩। বৈষম্য বা অপরাধের দণ্ড।–এই আইন কার্যকর হইবার পর কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধারা ২২ এ উল্লিখিত কোনো প্রকার বৈষম্য বা অপরাধ করিলে বা তাঁহার বা তাঁহাদের কার্যের দ্বারা কিংবা কোনো কাজ করা হইতে বিরত থাকিবার কারণে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বৈষম্যের শিকার হইলে, বৈষম্য বা অপরাধ সংঘটক, অনধিক তিন বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, বৈষম্য বা অপরাধ সংঘটক যদি প্রমাণ করিতে পারেন, উক্ত বৈষম্য বা অপরাধ তাঁহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত বৈষম্য বা অপরাধ সংঘটন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত বৈষম্য বা অপরাধের জন্য দায়ী হইবেন না।

২৪। অপরাধ আমলে নেয়া।–১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধিতে (১৮৯৮ সালের ৫ নং আইন) যাহাই থাকুক না কেন,

(ক) এই আইনের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধ প্রথম শ্রেণির বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের নিচের কোনো আদালতে বিচার করা যাইবে না;

(খ) এই আইনের মতে আমলযোগ্য অপরাধের জন্য, অপরাধী ব্যক্তিকে যেকোনো প্রকার দণ্ড প্রদান প্রথম শ্রেণির বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য আইন সঙ্গত হইবে;

(গ) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের বিচার প্রক্রিয়ায় ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধির ২০ (বিশ) অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হইবে; এবং

(ঘ) এই আইনের অধীন সংঘটিত যেকোনো অপরাধ আমলযোগ্য, মীমাংসাযোগ্য ও জামিন অযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হইবে।

২৫। ক্ষতিপূরণ।–(১) ধারা ২২ এ উল্লিখিত কোনো প্রকার বৈষম্যের কারণে অথবা এই আইনে উল্লিখিত কোনো অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার কারণে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যথাযথ ক্ষতিপূরণ আদায়ে এই আইনের অধীন মামলা করা যাইবে।

(২) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অবহেলা বা অগ্রাহ্য বা বেপরোয়া বা অন্যকোনো কার্যের কারণে যদি কোনো ব্যক্তি প্রতিবন্ধিতার শিকার হন, সেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যথাযথ ক্ষতিপূরণ আদায়ে এই আইনের অধীন মামলা করা যাইবে।

(৩) উপধারা (১) ও উপধারা (২) অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ততার মাত্রা এবং দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সামর্থ বিবেচনা সাপেক্ষে আদালত নির্ধারণ করিবে।

(৪) আইনজীবিদের পেশাগত বিধিমালায় যাহাই উল্লেখ থাকুক না কেন, উপধারা (১) ও উপধারা (২) এ উল্লিখিত দায়েরকৃত মামলায় আদালতের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ আদায় হইলে, উহার অংশবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সম্মতিতে সংশ্লিষ্ট আইনজীবি পারিশ্রমিক হিসেবে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২৬। কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।–এই আইনের অধীন কোনো বিধান লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানী হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর প্রত্যেক পরিচালক বা ম্যানেজার বা সচিব বা অন্যকোনো কর্মকর্তা বা এজেন্ট বিধানটি লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, তিনি যদি প্রমাণ করিতে পারেন, উক্ত লঙ্ঘন তাঁহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত লঙ্ঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত লঙ্ঘনের জন্য দায়ী হইবেন না।

ব্যাখ্যা।–এই ধারায়-

(ক) **'কোম্পানী'** বলিতে কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সমিতি বা সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত;

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে **'পরিচালক'** বলিতে উহার কোনো অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।

২৭। দায়মুক্তি।–এই আইন বা বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কোনো কৃত কাজের ফলে কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, সমন্বয় কমিটি, নির্বাহী কমিটি, জেলা কমিটি বা উপজেলা বা শহর কমিটির কোনো সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা উক্ত কমিটির নিকট হইতে ক্ষমতা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্যকোনো আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

২৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।–এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৯। অস্পষ্টতা দূরীকরণ।–এই আইনের কোনো বিধানে কোনো প্রকার অস্পষ্টতা থাকিলে উহা দূরীকরণ বা উক্ত বিধান বাস্তবায়নের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় আদেশ বা নির্দেশ দিতে পারিবে।

৩০। রহিতকরণ ও হেফাজত।–(১) এতদ্‌দ্বারা বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১২ নং আইন) রহিত করা হইল।

(২) উপধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও-

(ক) উক্ত রহিত আইনের অধীন কৃত কর্মকাণ্ড বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইন কার্যকর হইবার তারিখে অনিষ্পন্ন কার্যাদি, যতদূর সম্ভব, এই আইনের অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে;

(খ) দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন মামলা, যতদূর সম্ভব, এই আইনের অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

৩১। আইনের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ।–এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

তফসিল 'অ'

[ধারা ২ এর উপধারা (৫) এবং ধারা ৪ দ্রঃ]

'প্রতিবন্ধিতার ধরন'

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক বা বুদ্ধিগত বা বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা বা প্রতিকূলতা'র ভিন্নতা বিবেচনা করিয়া নিম্নরূপ শ্রেণিবিভাগ করা হইল:

১। **অটিজম (Autism)**: যাহার মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত লক্ষণসমূহের এক বা একাধিক লক্ষণ দেখা যাইবে, তিনি **'অটিস্টিক'** বলিয়া বিবেচিত হইবেন:

(ক) মৌখিক বা অমৌখিক যোগাযোগে সীমাবদ্ধতা; বা
(খ) সামাজিক ও পারস্পরিক আচার আচরণে সীমাবদ্ধতা; বা
(গ) একই ধরনের বা সীমাবদ্ধ কিছু কাজ বা আচরণের পুনরাবৃত্তি; বা
(ঘ) শ্রবণ, দর্শন, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ, ব্যথা, ভারসাম্য ও চলনে অন্যদের তুলনায় বেশি বা কম সংবেদনশীলতা; বা
(ঙ) অটিজমের সাথে বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা বা অন্যকোনো প্রতিবন্ধিতা বা খিচুনী; বা
(চ) এক বা একাধিক নির্দিষ্ট বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা।

২। **চলন প্রতিবন্ধিতা (Locomotor Disability)**: নিম্নোদ্ধৃত বৈশিষ্টসমূহের এক বা একাধিক বৈশিষ্টের অধিকারী **'চলন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি'** বলিয়া বিবেচিত হইবেন:

(ক) একটি বা উভয় হাত বা পা না থাকা; বা
(খ) কোনো হাত বা পা পূর্ণ বা আংশিকভাবে অবশ বা গঠনগত এইরূপ বৈচিত্রপূর্ণ বা এইরূপ দূর্বল যে, দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম বা সাধারণ চলন ক্ষমতা আংশিক বা পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়; বা
(গ) স্নায়বিক অসুবিধার কারণে স্থায়ীভাবে শারীরিক ভারসাম্য না থাকা।

৩। **দীর্ঘস্থায়ী মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা (Mental illness leading to Disability)**: তিন বৎসর বা ততোধিককাল সিজোফ্রেনিয়া বা তদ্রুপ সমস্যার কারণে এক বা একাধিক সাইকিয়াট্রিস্ট দ্বারা চিকিৎসার পরও আরোগ্য লাভ হয় নাই, এইরূপ ব্যক্তি **'দীর্ঘস্থায়ী মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি'** বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

৪। **দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা (Visual Disability) :** নিম্নোদ্ধৃত বৈশিষ্টসমূহের এক বা একাধিক বৈশিষ্টের অধিকারী **'দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি'** বলিয়া বিবেচিত হইবেন:

(ক) সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনতা (Blindness) :
(১) উভয় চোখে একেবারেই না দেখা; বা
(২) যথাযথ লেন্স ব্যবহারের পরও দৃষ্টি তীক্ষ্ণতা (Visual Acuity) ৬/৬০ বা ২০/২০০ এর কম; বা
(৩) দৃষ্টি ক্ষেত্র (Visual Field) ২০ ডিগ্রী বা এর চেয়ে কম।

(খ) আংশিক দৃষ্টিহীনতা (Partial Blindness) : এক চোখে একেবারেই না দেখা;

(গ) ক্ষীণদৃষ্টি (Low Vision):
(১) উভয় চোখে আংশিক বা কম দেখা; বা
(২) যথাযথ লেন্স ব্যবহারের পরও দৃষ্টি তীক্ষ্ণতা (Visual Acuity) ৬/১৮ বা ২০/৬০ এবং ৬/৬০ বা ২০/২০০ এর মধ্যে; বা
(৩) দৃষ্টি ক্ষেত্র (Visual Field) ২০ ডিগ্রী থেকে ৪০ ডিগ্রীর মধ্যে।

৫। **বাক প্রতিবন্ধিতা (Speech Disability)**: নিম্নোদ্ধৃত বৈশিষ্টসমূহের এক বা একাধিক বৈশিষ্টের অধিকারী **'বাক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি'** বলিয়া বিবেচিত হইবেন:

(ক) সাধারণ কথোপকথনে প্রয়োজনীয় শব্দ সাজাইয়া এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ স্বরে স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলায় সীমাবদ্ধতা; বা
(খ) কণ্ঠনালী ও গলার স্বর বা বাক প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ক্ষতিগ্রস্ততা বা সীমাবদ্ধতার কারণে শব্দ তৈরি ও উচ্চারণে সমস্যা; বা
(গ) বাক প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ক্ষতিগ্রস্ততা বা সীমাবদ্ধতার কারণে বাধাহীনভাবে কথা বলায় সীমাবদ্ধতা, যথা:- তোতলামো।

৬। **বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা (Intellectual Disability)**: নিম্নোদ্ধৃত বৈশিষ্টসমূহের এক বা একাধিক বৈশিষ্টের অধিকারী **'বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি'** বলিয়া বিবেচিত হইবেন:

(ক) বয়সোপযোগী কার্যকলাপে তাৎপর্যপূর্ণ সীমাবদ্ধতা; বা
(খ) বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যকলাপে সীমাবদ্ধতা, যথা:- কার্যকারণ বিশ্লেষণ, শিক্ষণ, সমস্যা সমাধান; বা
(গ) দৈনন্দিন কাজের দক্ষতায় সীমাবদ্ধতা, যথা:- যোগাযোগ, নিজের যত্ন নেয়া, সামাজিক দক্ষতা, নিজেকে পরিচালনা করা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, লেখাপড়া, ইত্যাদি; বা
(ঘ) বুদ্ধাঙ্ক স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা কম।

৭। **শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা (Hearing Disability):** শব্দের তীব্রতা ৬০ ডেসিবল এর নিচে হইলে শুনিতে না পাওয়া ব্যক্তি **'শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি'** বলিয়া বিবেচিত হইবেন। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ধরনসমূহ হচ্ছে, যথা:-

(ক) **সম্পূর্ণ শ্রবণহীনতা (Complete Deafness)**ঃ উভয় কানে একেবারেই না শুনা; বা
(খ) আংশিক শ্রবণহীনতা (Partial Deafness)ঃ এক কানে একেবারেই না শুনা; বা
(গ) ক্ষীণ শ্রবণ (Hard of Hearing)ঃ উভয় কানে আংশিক বা কম শুনা বা কখনো কখনো না শুনা।

৮। **শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা (Deaf blindness)**ঃ যাহার মাঝে একই সাথে শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তির আংশিক বা পূর্ণ সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান, যাহার কারণে ঐ ব্যক্তি যোগাযোগ, বিকাশ এবং শিক্ষা গ্রহণে সমস্যার সম্মুখীন হন, তিনি **'শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি'** বলিয়া বিবেচিত হইবেন; এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ধরনসমূহ হচ্ছে, যথা:-
(ক) মাঝারি হইতে গুরুতর মাত্রার শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা এবং উল্লেখযোগ্য মাত্রার দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা; বা
(খ) মাঝারি হইতে গুরুতর মাত্রার শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা, উল্লেখযোগ্য মাত্রার দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা এবং অন্যকোনো প্রতিবন্ধিতা; বা
(গ) দৃষ্টি এবং শ্রবণ ইন্দ্রিয়গত প্রক্রিয়ায় সমস্যা; বা
(ঘ) দৃষ্টি এবং শ্রবণ ক্ষতিগ্রস্ততার ক্রমাবনতি।

৯। **সেরিব্রাল পালসি (Cerebral Palsy):** অপরিণত মস্তিষ্কে কোনো আঘাত বা রোগের আক্রমণের কারণে যদি কোনো ব্যক্তির সাধারণভাবে চলাফেরা করার ক্ষেত্রে ও দেহভঙ্গিতে ভিন্নতা আসে এবং উহা তাঁহার দৈনন্দিন কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ করিয়া দেয়। এইরূপ ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের ক্ষতিগ্রস্ততার পরিমাণ পরবর্তীতে কমে না বা বাড়ে না, কিন্তু উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তির দৈনন্দিন কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়, এইরূপ ব্যক্তি **'সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি'** বলিয়া বিবেচিত হইবেন। এইরূপ ব্যক্তির-

(ক) পেশী খুব শক্ত বা শিথিল হয়ে থাকে; বা
(খ) হাত বা পায়ের সাধারণ নাড়াচড়ায় অসামঞ্জস্যতা বা সীমাবদ্ধতা থাকে; বা
(গ) চলাফেরায় ভারসাম্যহীনতা থাকে বা ভারসাম্য কম থাকে; বা
(ঘ) দৃষ্টি বা শ্রবণ বা বুদ্ধিগত বা সর্বক্ষেত্রে কম বা বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ততা থাকিতে পারে; বা
(ঙ) আচরণগত সীমাবদ্ধতা থাকিতে পারে; বা
(চ) যোগাযোগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকিতে পারে; বা
(ছ) এক হাত বা দুই হাত অথবা এক পা বা দুই পা অথবা এক পাশের হাত ও পা বা উভয় পাশের হাত ও পা আক্রান্ত হইতে পারে।

১০। **বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা (Multiple Disability)** ঃ

ওপরে উল্লিখিত প্রতিবন্ধিতার ধরনের মধ্যে একাধিক ধরন কোনো ব্যক্তির মধ্যে পরিলক্ষিত হইলে তিনি **'বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি'** বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

১১। **অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা (Other Disability):**
সমন্বয় কমিটি কর্তৃক ঘোষিত এবং ওপরের ধরনসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়, এইরূপ প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তি অন্যান্য প্রতিবন্ধিতার অধীন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

তফসিল ‘আ’

[ধারা ২ এর উপধারা (৫) এবং ধারা ৭ এর উপধারা (২) দ্রঃ]

‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা কার্যক্রম’

(ক) সনাক্তকরণ (Identification)

(১) সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিসংখ্যান ও উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্ত জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা ।

(২) আদমশুমারিসহ দেশে পরিচালিত সকল শুমারি বা জরিপে প্রতিবন্ধিতাসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সনাক্ত করা ।

(৩) প্রতিবন্ধিতার শিকার হইতে পারে এমন শিশুকে সনাক্তকরণের ব্যবস্থা করা ।

(৪) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একটি পৃথক তালিকা প্রণয়নসহ পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেইজ তৈরী এবং কেন্দ্রীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণসহ ব্যবহার উপযোগী উপায়ে হালনাগাদকরণের ব্যবস্থা করা ।

(খ) অবধায়ন ও পরিকল্পনা (Assessment & Planning)

(১) অসহায় ও দুঃস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিবন্ধিতার কারণ, সমস্যা, সহায়ক সম্পদ ও সম্ভাবনা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চিহ্নিতকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করা ।

(২) প্রতিবন্ধিতার ধরন বিবেচনা করিয়া এই আইনের বিধান অনুসারে তাঁহার উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

(গ) স্বাস্থ্যসেবা (Health Services)

(১) শিশু, নারী, প্রবীণ ও বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকতর প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকি হ্রাস ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

(২) দীর্ঘস্থায়ী মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার প্রয়োজন রহিয়াছে, এইরূপ প্রতিবন্ধী দুঃস্থ ব্যক্তির জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও সহায়ক উপকরণের ব্যবস্থাসহ, ক্ষেত্রমত, চিকিৎসা খরচ আয়কর রেয়াতের সুবিধা প্রদান ।

(৩) বেসরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিকসমূহে দুঃস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যয় হ্রাসকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা ।

(৪) সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য চিকিৎসা উপকরণের ব্যবস্থাসহ চিকিৎসক, সমাজকর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ।

(ঘ) ভাষা ও যোগাযোগ (Language & Communication)

(১) চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনা করিয়া, ক্ষেত্রমত, ইশারা ভাষা, ব্রেইল, স্পর্শ যোগাযোগ, কর্মসহায়ক ও কম্পিউটার ভিত্তিক বহুমাত্রিক যোগাযোগ পদ্ধতিসহ সকল ব্যবহার উপযোগী যোগাযোগের উপায়, ধরন ও পদ্ধতির স্বীকৃতি ও ব্যবহারকে উৎসাহিত করা ।

(২) প্রমিত বাংলা ইশারা ভাষা প্রণয়ন ও উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণ করা ।

(৩) হাসপাতাল, আদালত, থানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র বাংলা ইশারা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা ।

(৪) পেশাদার ইশারা ভাষার দোভাষী সৃষ্টিতে সহায়তা করা এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বাক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য সুলভ মূল্যে অথবা বিনামূল্যে দোভাষীর সেবা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা ।

(ঙ) প্রবেশগম্যতা (Accessibility)

(১) সরকারি, সংবিধিবদ্ধ ও বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এবং তাহাদের কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধা ও সেবাসমূহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা ও যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা ।

(২) উপধারা (১) এর অধীন নিম্নোদ্ধৃত সেবা ও সুবিধাসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:-

(ক) ভবন, যানবাহন, রাস্তাঘাট, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, আদালত, পুলিশ স্টেশন, রেল স্টেশন, বাস টার্মিনাল, লঞ্চ টার্মিনাল, বিমানবন্দর, দুর্যোগকালীন আশ্রয়কেন্দ্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্থান, পরিষেবার স্থান, বিনোদন ও খেলাধুলার স্থান, দর্শনীয় স্থান, পার্ক, গ্রন্থাগার, গণশৌচাগার, এবং জনগণের নিয়মিত যাতায়াতের সকল স্থান, ইত্যাদি;

(খ) তথ্য, যোগাযোগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, চিকিৎসা সেবা, ব্যাংকিং সেবা এবং বৈদ্যুতিক ও জরুরী সেবাসহ সকল সেবাসমূহ।

(৩) প্রকৌশল বিদ্যা পাঠক্রমে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা' প্রত্যয়টি অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৪) দেশীয় বিভিন্ন মুদ্রার পার্থক্য সহজে নির্ণায়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(চ) তথ্য বিনিময় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Sharing information and Information & Communication technology)

(১) গণমাধ্যম ও ইন্টারনেটসহ অন্যান্যভাবে সর্বসাধারণের জন্য প্রচারিত সকল তথ্য যথোপযুক্ত ব্যবহার উপযোগী পদ্ধতি ও প্রযুক্তির মাধ্যমে সময়মত ও সমমূল্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রাপ্তির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ লক্ষ্যে তথ্য ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করা।

(২) সরকারি-বেসরকারি টেলিভিশনে ইশারা ভাষায় সংবাদ সম্প্রচারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৩) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রবেশগম্য যন্ত্রাংশ বা প্রযুক্তিসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্রয়ক্ষমতার আওতায় আনিবার ব্যবস্থা করা।

(৪) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ দানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(ছ) চলন (Mobility)

(১) সময়মত এবং সুলভ মূল্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সর্বোত্তম স্বার্থের পরিপন্থী না হইলে, তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যক্তিগত চলাচলে সহায়তার নিমিত্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা, এই লক্ষ্যে মানসম্মত চলন সহায়ক যন্ত্র, উপকরণ, সহায়ক প্রযুক্তি এবং চলন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে মানব সহযোগিতার লভ্যতা নিশ্চিতকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(২) চলন সহায়ক যন্ত্র, উপকরণ, সহায়ক প্রযুক্তি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চলনের সম্ভাব্য সকল দিক বিবেচনা করিতে উৎসাহিত করা, এই লক্ষ্যে গবেষণাকর্ম পরিচালনাসহ সহায়ক উপকরণাদি আমদানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শুল্ককর রেয়াতের ব্যবস্থা করা।

(৩) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং কর্মরত সহায়ক কর্মীদেরকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চলনের কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৪) পরিচয়পত্র বহনকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাঁহার একজন সহযোগী সঙ্গীর জন্য বাস, ট্রেন, বিমান ও জলযানে রেয়াতীহারে ভাড়া নির্ধারণসহ বহনযোগ্য মালমাল পরিবহনের সুযোগ সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(জ) সহায়ক সেবা ও পুনর্বাসন (Habilitation and Rehabilitation)

(১) পরিবার বা সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান করা।

(২) শারীরিক, আবেগীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ নিশ্চিতকল্পে নির্ধারিত পদ্ধতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৩) ক্ষেত্রমত, যুক্তিসঙ্গত কারণে পারিবারিক পরিবেশে বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যা বঞ্চিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বিশেষতঃ দীর্ঘস্থায়ী মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পুনর্বাসন নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য উপযোগীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৪) প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী ন্যূনতম সেবা মান (Minimum Care Standard) নির্ধারণ করা এবং পেশাদার সেবাদাতা (Professional Caregiver) তৈরীর লক্ষ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(ঝ) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (Education & Training)

(১) অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষালাভ নিশ্চিতকল্পে যথাযথ শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত ও বিতরণসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(২) একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনায় 'প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধা' (Reasonable Accommodation) নিশ্চিতকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৩) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিবন্ধিতার ধরন ও লিঙ্গ অনুযায়ী চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনাপ্রসূত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা এবং বিদ্যমান কারিগরি-বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির

জন্য প্রবেশগম্য করা ।

(৪) বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে মূলধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা ।

(৫) শিক্ষা ব্যবস্থার সকল স্তরে কর্মরত পেশাজীবী ও কর্মীদের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা ।

(৬) প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনাপ্রসূত পরীক্ষা দানের কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করা:

তবে শর্ত থাকে যে, এই পদ্ধতি প্রয়োগ হইবার পূর্ব পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ক্ষেত্রমত, চলন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যেন সহজে ও সুলভ মূল্যে বা বিনামূল্যে যথাযথ শ্রুতিলেখকের সেবা পাইতে পারে, সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

(৭) মেধার ভিত্তিতে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য ন্যায্য ও কার্যকরভাবে কোটা সংরক্ষণ করা ।

(ঞ) কর্মসংস্থান (Employment)

(১) যথাযথ নীতিমালার আওতায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র সনাক্তকরণসহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি করা এবং এইক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরকে বিশেষ কর রেয়াতের সুবিধা প্রদান করা ।

(২) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আত্মকর্মসংস্থান, ব্যবসায় উদ্যোগ, সমবায় গঠন বা নিজস্ব ব্যবসা সক্রিয়ভাবে চালু করিবার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ সুবিধা ও বাণিজ্যিক সুবিধাদি নিশ্চিত করা ।

(৩) কর্মস্থলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনায় প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধার (Reasonable Accommodation) ব্যবস্থা করা ।

(৪) সরকারের নীতিমালা সাপেক্ষে, সরকারি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত বয়সসীমা শিথিলকরণ এবং যথাযথ কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা ।

(ট) সামাজিক নিরাপত্তা (Social Security)

(১) বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচিতে পর্যায়ক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ, বিশেষ করিয়া দুঃস্থ ও অসহায় প্রতিবন্ধী শিশু, নারী এবং বয়স্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা ।

(২) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বিশেষ বীমা কার্যক্রম চালুকরণে বীমা প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করা ।

(ঠ) নির্যাতন হইতে মুক্তি, সুবিচার প্রাপ্তি ও আইনী সহায়তা (Freedom from violence, Access to justice and Legal Aid)

(১) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য কার্যকরভাবে সুবিচার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকল্পে পুলিশ ও কারা কর্তৃপক্ষসহ বিচার বিভাগে কর্মরতদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

(২) ঘরে-বাইরে-লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সব ধরনের শোষণ ও নির্যাতন হইতে সুরক্ষার জন্য যথাযথ আইনগত, প্রশাসনিক, সামাজিক, শিক্ষামূলক বা অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

(৩) নিরাপত্তা হেফাজতী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং নির্যাতনের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাঁহাদের জন্য উপযোগী 'সেফ হোমে' রাখিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

(৪) নির্যাতনের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনীয় আইনী সহায়তা প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

(ড) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝুকিপূর্ণ ও জরুরী মানবিক অবস্থা (Natural Disaster, risk and humanitarian emergencies)

(১) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মানবিক জরুরী অবস্থা ও সংঘাতের ঘটনাসহ সকল ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা ।

(২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সতর্কতামূলক তথ্য সম্প্রচার, উদ্ধার, আশ্রয়, ত্রাণ বিতরণ ও দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রমে অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুরক্ষা নিশ্চিত করা ।

(ঢ) ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং বিনোদন (sports, Cultural Activities and recreation)

(১) সৃজনশীল, শিল্পীসুলভ ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্ভাবনা, শারীরিক, আবেগীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ নিশ্চিতকল্পে প্রতিবন্ধিতার ধরন উপযোগী দেশজ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বিনোদন, পর্যটন, অবকাশ ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং উক্ত কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা ।

(২) প্রতিবন্ধিতার ধরন উপযোগী নাটক, মঞ্চনাটক, চলচ্চিত্র, শিক্ষামূলক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, সংবাদ, ইত্যাদি প্রস্তুত এবং সম্প্রচারের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা ।

(৩) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উপযোগী খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা, ক্ষেত্রমত, জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংগঠনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা ।

(৪) দেশে-বিদেশে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বা প্রতিযোগিতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দল প্রেরণ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা ।

(ণ) সচেতনতা (Awareness)

(১) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সক্ষমতা ও অবদান সম্পর্কে কার্যকর প্রচারাভিযান চালু করা ও অব্যাহত রাখা এবং এ বিষয়ে গণমাধ্যমের সকল শাখাকে উৎসাহিত করা ।

(২) শৈশব হইতে সকল শিশুর মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারের প্রতি সম্মানমূলক মনোভাব গড়িয়া তুলিতে পাঠ্য পুস্তকে বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্তিসহ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

(৩) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সক্ষমতা ও অবদানের স্বীকৃতি প্রাপ্তিকে উৎসাহিত করা ।

(৪) সরকারি বেসরকারি গণমাধ্যম ও প্রচারমাধ্যমে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক যথাযথ ও মর্যাদাপূর্ণ শব্দ ও ধারণার ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা ।

(৫) দীর্ঘস্থায়ী মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার দূরীকরণের লক্ষ্যে কার্যকর সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা ।

(ত) সংগঠন (Organization)

(১) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নেতৃত্ব বিকাশের জন্য জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং উৎসাহ প্রদান করা ।

(২) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন ও স্বসহায়ক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় উৎসাহদান এবং সংগঠনসমূহের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা ।

(৩) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়ন বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন ও স্বসহায়ক সংগঠনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ।